গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
জাতীয় মহিলা সংস্থা
১৪৫, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা।

স্মারক ঃ ৩২.০২.০০০০.০০৫.২০.৩৫১.১৮.৮০৮ তারিখ ঃ ০৫/১০/২০২০ খ্রিঃ

বিষয় ঃ ১৯৭১-৭২ অর্থ বছর থেকে ২০০৯-১০ অর্থ বছর পর্যন্ত সকল "সাধারণ আপত্তি" নিষ্পত্তি প্রসংগে।

সূত্রঃ ৩২.০০.০০০০.০২৪.০১.০০৯.১২(অংশ-১)৭৬, তারিখঃ ২০/০৯/২০২০ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল ১৯৭১-৭২ অর্থ বছর থেকে ২০০৯-১০ অর্থ বছর পর্যন্ত সকল সাধারণ আপত্তি নিষ্পত্তি হিসেবে গণ্য করার জন্য সূত্রোক্ত পত্রের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ অডিট অধিদপ্তরের প্রতিষ্ঠালগ্ন অর্থাৎ ১৯৭১-৭২ অর্থ বছর থেকে ২০০৯-১০ অর্থ বছর পর্যন্ত সকল সাধারণ আপত্তি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সূত্রোক্ত পত্রটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি পত্র হিসেবে গণ্য হবে। তবে আদালতে আপত্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো মামলা থাকলে সেক্ষেত্রে আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে মর্মে পত্রে উল্লেখ রয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ অডিট অধিদপ্তরের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিবেচ্যপত্রের ছায়ালিপি এতদ্‌সংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি ঃ ০৪ পাতা।

৫/১০/২০২০

(মাকসুরা নূর এনডিসি)
নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
জাতীয় মহিলা সংস্থা
ফোন-৯৩৩৩৮৩৩।

সদয় অবগতি ও কার্যার্থেঃ

১। প্রকল্প পরিচালক, তথ্য আপাঃ প্রকল্প।
২। প্রকল্প পরিচালক, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প।
৩। প্রকল্প পরিচালক, নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প।
৪। প্রকল্প পরিচালক, জেলা ভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্প (৬৪ জেলা)।
৫। চেয়ারম্যান, জাতীয় মহিলা সংস্থা, ... জেলা শাখা।
৬। চেয়ারম্যান, জাতীয় মহিলা সংস্থা, ... উপজেলা শাখা।
৭। প্রশিক্ষক কম্পিঃ (জেলাভিত্তিক ৬৪ জেলা) সংযুক্ত, জাতীয় মহিলা সংস্থা (নোটিশটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

"শেখ হাসিনার বারতা
নারী পুরুষ সমতা"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
অডিট শাখা
www.mowca.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩২.০০.০০০০.০২৪.০১.০০৯.১২(অংশ-১).৭৬

তারিখ: ৫ আশ্বিন ১৪২৭
২০ সেপ্টেম্বর ২০২০

বিষয়: **১৯৭১-৭২ অর্থবছর থেকে ২০০৯-১০ অর্থবছর পর্যন্ত সকল 'সাধারণ আপত্তি' নিষ্পত্তি প্রসংগে।**

সূত্র: সাঃনিঃকঃঅঃঅঃ/প্রশা-১/নথি-৭১/অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি, তারিখঃ ১৭/০৬/২০২০খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল ১৯৭১-৭২ অর্থ বছর থেকে ২০০৯-১০ অর্থ বছর পর্যন্ত সকল সাধারণ আপত্তি নিষ্পত্তি হিসেবে গণ্য করার জন্য সূত্রোক্ত পত্রের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ অডিট অধিদপ্তর এর প্রতিষ্ঠালগ্ন অর্থাৎ ১৯৭১-৭২ অর্থ বছর থেকে ২০০৯-১০ অর্থ বছর পর্যন্ত সকল সাধারণ আপত্তি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সূত্রোক্ত পত্রটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি পত্র হিসেবে গণ্য হবে। তবে আদালতে আপত্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আদালতে কোনো মামলা থাকলে সেক্ষেত্রে আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে মর্মে পত্রে উল্লেখ রয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ অডিট অধিদপ্তরের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিবেচ্যপত্রের ছায়ালিপি নির্দেশক্রমে এতদ্‌সংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ০২ (দুই) পাতা।

২০-৯-২০২০
পাপিয়া ঘোষ
সিনিয়র সহকারী সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
ফোন: ৯৫৪০১০৮

বিতরণ :

১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জয়িতা ফাউন্ডেশন, রাপা প্লাজা, ধানমন্ডি, ঢাকা।
২) মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, ঢাকা।
৪) নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় মহিলা সংস্থা, ঢাকা।

স্মারক নম্বর: ৩২.০০.০০০০.০২৪.০১.০০৯.১২(অংশ-১).৭৬/১(৬)

তারিখ: ৫ আশ্বিন ১৪২৭
২০ সেপ্টেম্বর ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) উপ-সচিব, বাজেট ও অডিট অধিশাখা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৩) সহকারী পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), জাতীয় মহিলা সংস্থা, ঢাকা।

৪) প্রোগ্রাম অফিসার (অডিট), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।

৫) একাউন্টস অফিসার, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, ঢাকা।

৬) হিসাব রক্ষক, জাতীয় মহিলা সংস্থা, ঢাকা।

২০-৯-২০২০
পাপিয়া ঘোষ
সিনিয়র সহকারী সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ অডিট অধিদপ্তর
অডিট কমপ্লেক্স (৯ম তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

নং-সাঃনিঃকঃঅঃঅঃ/প্রশা-১/নথি-৭১/অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি/

তারিখঃ ০৩/০৩/১৪২৭ বঃ
১৭/০৬/২০২০ খ্রিঃ

বরাবর
সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ভবন নং-৬ (চতুর্থ তলা)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০

বিষয়ঃ- ১৯৭১-৭২ অর্থবছর থেকে ২০০৯-১০ অর্থবছর পর্যন্ত সকল **'সাধারণ আপত্তি'** নিষ্পত্তি প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের অডিট রিপোর্টে গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়। অডিট রিপোর্টসমূহ রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত হয় যা পরবর্তীতে সরকারি হিসাব সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে আলোচিত হয়। রিপোর্টভুক্ত অডিট আপত্তি ছাড়াও বিপুল সংখ্যক সাধারণ ও অগ্রিম আপত্তি দীর্ঘকাল যাবৎ অনিষ্পন্ন রয়েছে। তন্মধ্যে প্রায় ৮০ ভাগই সাধারণ আপত্তি। অনিষ্পন্ন **'সাধারণ আপত্তি'** পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- অধিকাংশ আপত্তি পদ্ধতিগত, ব্যবস্থাপনা ত্রুটি সংক্রান্ত এবং আর্থিক সংশ্লেষ বিবেচনায় কম গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এসব আপত্তি অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। দীর্ঘদিনের পুরাতন এসব আপত্তিসমূহ সময়ের পরিক্রমায় গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে।
- পুঞ্জিভূত অনিষ্পন্ন আপত্তিসমূহের নিষ্পত্তিকরণ প্রক্রিয়ায় নির্বাহী কর্তৃপক্ষ এবং অডিট অধিদপ্তর উভয়েরই বিপুল জনবল, সময় ও সম্পদ নিয়োজিত রাখতে হয়। এ সকল আপত্তি নিষ্পত্তিকরণে গৃহীত ফলো-আপ কার্যক্রম যেমন-ব্রডশীট জবাব, দ্বি-পক্ষীয় সভা আয়োজন ও এতদ্‌সংক্রান্ত নথি ব্যবস্থাপনায় যে শ্রমঘন্টা ও অর্থ ব্যয় হয় সে তুলনায় অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির হার অনেক কম।
- দীর্ঘদিনের পুরাতন এসকল আপত্তির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের সনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে অধিকাংশ আপত্তির নিষ্পত্তিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এ কারণে চলমান প্রথাগত কার্যক্রম ব্যয় সাশ্রয়ী ও কার্যকর (cost effective) বিবেচিত হচ্ছে না।
- অনিষ্পন্ন আপত্তি ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য জনবল ও সম্পদ নিয়োজিত রাখার ফলে সময় উপযোগী মানসম্পন্ন পারফরমেন্স ও ফিন্যান্সিয়াল অডিট কার্যক্রম কাঙ্খিত মাত্রায় উন্নীত করা সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়াও সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপরেখা বাস্তবায়নের কাঙ্খিত সুফল জনগণ সঠিকভাবে পাচ্ছে কিনা তা নিশ্চিতকরণে কার্যকর অডিট পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না।
- দীর্ঘদিনের পুরাতন আপত্তি অনিষ্পন্ন থাকায় ক্ষেত্রবিশেষে সুস্পষ্ট দায়-দায়িত্ব না থাকা সত্ত্বেও পেনশন প্রাপ্তিতে অনেককে হয়রানির শিকার হতে হয়।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে অডিট অধিদপ্তর ও নির্বাহী কর্তৃপক্ষের জনবল, অর্থ ও সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার, পেনশন অনুমোদনে ভোগান্তি লাঘব, ঝুঁকিভিত্তিক ও প্রযুক্তি নির্ভর মানসম্পন্ন পারফরমেন্স ও ফিন্যান্সিয়াল অডিট কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল ১৯৭১-৭২ অর্থবছর থেকে ২০০৯-১০ অর্থবছর পর্যন্ত সকল **'সাধারণ আপত্তি'** সিএজি কার্যালয়ের অফিস আদেশ নং-সিএজি/এএন্ডআর উইং(প্রশা)/২০১৯-২০/১৫/২৬ তারিখঃ-১৪-০৬-২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি হিসেবে গণ্য করার সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। এ সিদ্ধান্তের ফলে নির্বাহী কর্তৃপক্ষ এবং অডিট অধিদপ্তর উভয়েরই জনবল ও সম্পদের যৌক্তিক ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে নিম্নস্বাক্ষরকারী নির্দেশক্রমে জানাচ্ছি যে, ১৯৭১-৭২ অর্থবছর থেকে ২০০৯-১০ অর্থবছর পর্যন্ত সকল **'সাধারণ আপত্তি'** নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এই পত্রটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি পত্র হিসেবে গণ্য হবে। মুখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা (Principal Accounting officer) তার আওতাধীন অফিসসমূহে বিষয়টি অবহিত করবেন। এক্ষেত্রে প্রতিটি আপত্তির জন্য পৃথক নিষ্পত্তি পত্র জারি করা হবে না। তবে আপত্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আদালতে কোনো মামলা থাকলে সেক্ষেত্রে আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

(মোঃ গোলাম রহমান)
মহাপরিচালক

বাংলাদেশের
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়
একাউন্টস এন্ড রিপোর্ট উইং
অডিট ভবন
৭৭/৭, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
www.cag.org.bd

নং-সিএজি/এএন্ডআর উইং(প্রশা)/২০১৯-২০/১৫/২৬ তারিখ: ১৪-০৬-২০২০ খ্রিঃ।

অফিস আদেশ

বিষয় ঃ ১৯৭১-১৯৭২ অর্থবছর থেকে ২০০৯-২০১০ অর্থবছর পর্যন্ত "সাধারণ আপত্তি" নিষ্পত্তি প্রসঙ্গে

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহ ছাড়াও বিপুল সংখ্যক সাধারণ ও অগ্রিম আপত্তি দীর্ঘকাল যাবৎ অনিষ্পন্ন রয়েছে । তন্মধ্যে প্রায় ৮০ ভাগই সাধারণ আপত্তি। উক্ত আপত্তিসমূহের নিষ্পত্তিকরণ প্রক্রিয়ায় নির্বাহী কর্তৃপক্ষ এবং অডিট অধিদপ্তর উভয়েরই বিপুল জনবল, সময় ও সম্পদ নিয়োজিত রাখতে হচ্ছে । অনিষ্পন্ন আপত্তি ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য জনবল ও সম্পদ নিয়োজিত রাখার ফলে সময় উপযোগী মানসম্পন্ন পারফরমেন্স ও ফিন্যান্সিয়াল অডিট কার্যক্রম কাঙ্খিত মাত্রায় উন্নীত করা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়াও, চলমান প্রথাগত নিষ্পত্তিমূলক কার্যক্রম ব্যয় সাশ্রয়ী ও কার্যকর (cost effective) বিবেচিত হচ্ছে না।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে অডিট অধিদপ্তর ও নির্বাহী কর্তৃপক্ষের জনবল, অর্থ ও সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার, পেনশন অনুমোদনে ভোগান্তি লাঘব, ঝুঁকি ভিত্তিক ও প্রযুক্তি নির্ভর মানসম্পন্ন পারফরমেন্স ও ফিন্যান্সিয়াল অডিট কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল ১৯৭১-৭২ অর্থবছর থেকে ২০০৯-১০ অর্থবছর পর্যন্ত সকল সাধারণ আপত্তি নিষ্পত্তি হিসেবে গণ্য করার সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন।

অডিট অধিদপ্তরের মহাপরিচালকগণ সংশ্লিষ্ট মুখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা (Principal Accounting Officer) বরাবর সংযুক্ত পত্র (পরিশিষ্ট-১) প্রেরণের মাধ্যমে উক্ত অধিদপ্তরের আওতাধীন ১৯৭১-৭২ থেকে ২০০৯-১০ অর্থবছর পর্যন্ত সকল সাধারণ আপত্তি নিষ্পত্তি করবেন এবং বর্ণিত সাধারণ অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে উক্ত পত্র চুড়ান্ত নিষ্পত্তি পত্র হিসেবে গণ্য হবে । এক্ষেত্রে প্রতিটি আপত্তির জন্য পৃথক নিষ্পত্তি পত্র জারি করার আবশ্যকতা নেই। তবে আপত্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আদালতে কোনো মামলা থাকলে সেক্ষেত্রে আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৪/০৬/২০২০
(মোঃ মাহবুবুল হক)
ডেপুটি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল(এএন্ডআর)
ফোন: ৪৮৩২২০৬৫

সংযুক্ত : ১(এক) পাতা।